নিজে পড়ুন ও অন্যদেরকে পড়ান

কুমারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিকট খোলা পত্র

কলকাতায় এক ইফতার পার্টিতে মমতা

"তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র, 'আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর'।

যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী, এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।"

—স্বামী বিবেকানন্দ, Practical Vedanta

শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ

গত ১০৪৫ (৭১২-১৭৫৭) বৎসরের বর্বর মুসলমান অত্যাচারের কথা ছেড়েই দিলাম। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট থেকে আজ পর্যন্ত বর্বর মুসলীম লীগ গুণ্ডাদের হাতে আমাদের যে সব মাতা ও ভগিনী ধর্ষিতা হয়েছেন, অথবা এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছেন, বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছেন, অথবা জহর ব্রত অবলম্বন করে আত্মহনন করেছেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হলো। তাঁদের নিকট আজ আমি অবনত মস্তকে, করজোড়ে, নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারণ এই বর্বরদের হাত থেকে এঁদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি।

ভণ্ড সেক্যুলারবাদীরা বলছে অহিংস উপায়ে বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওই ভণ্ডদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করুন, দেশভাগের প্রাক্কালে যে ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয় নিহত হয়েছে তথা পশ্চিম পাঞ্জাব (পঃ পাকিস্তান) থেকে ধর্ষণের ফলে যে ৭৫,০০০ গর্ভবতী হিন্দু ও শিখ কুমারীকে উদ্ধার করে এনে দিল্লীর কারেলবাগে কাপুর হাসপাতালে গর্ভপাত করানো হয়েছিল সেটা কি বিনা রক্তপাতে হয়েছিল? যে ৫০,০০০ শিশুর জন্ম হয়েছিল (এদের গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়নি) বর্বর মুসলীম লীগ গুণ্ডাদের ধর্ষণের ফলে, তাদেরকে যে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল সেটাও কি অহিংস পদ্ধতিতে হয়েছিল? বিশ্বাস হয় না? উর্বশী বুটালিয়ার-এর গবেষণালব্ধ সদ্য প্রকাশিত (১৯৯৯) 'দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্সেস—ভয়েসেস ফ্রম দ্য পার্টিশান অব ইণ্ডিয়া' বইটা একবার পড়ে দেখতে পারেন।

সুরা ৪ (নিসা), (নিসা অর্থ স্ত্রীলোক) আয়াত ২৪
(মহম্মদ পিকথনের ইংরাজী কোরাণের বঙ্গানুবাদ)

"বিবাহিতা পরস্ত্রী তোমাদের কাছে নিষিদ্ধ কিন্তু যেসব বিবাহিত অমুসলমান-স্ত্রীদের তোমরা জেহাদে ধরে এনেছ তারা তোমাদের জন্য বৈধ। এটা আল্লা তোমাদের বিশেষ অধিকার প্রদান করেছেন।"

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু ?
মমতা দিদি,

গত ২২-৮-২০১০ এর দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এক সংবাদে প্রকাশ আপনি ইউ.পি.এ.-র ধরণের ফ্রন্ট গড়ে ভোটে লড়তে চান। তাতে যে রাজনৈতিক দলগুলির নাম দেখলাম তাতে মুসলিম লিগের নামও রয়েছে। এর আগেও টিভি-তে আপনার মুখে শুনেছি যে "অন্য দলগুলির মধ্যে মুসলিম লিগও আমার সাথে আছে"। বহরমপুরে আপনি যে জনসভা করেছেন তাতে মুসলিম লিগের সবুজ পতাকাধারী লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা টুপী পরা ২২ বোতামের ইসলামি জোব্বা পরা লোকজনদেরকেও দেখা গেছে। মমতা দিদি মনে রাখবেন যে মুসলিম লিগের লেজের আগুনে স্বাধীনতার জন্মলগ্নে সমগ্র ভারতবর্ষ জ্বলেছে। ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয় নিহত হয়েছে। অসংখ্য মাতা এবং ভগ্নী ধর্ষিতা হয়েছেন। কোটি কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সেই মুসলিম লিগ আপনার চোখে ধর্ম নিরপেক্ষ আর বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। এখানে উল্লেখ্য যে দেশভাগ করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইংলণ্ডে ফিরে গেলে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টোন চার্চিল তাকে বলেছিলেন, "তাড়াহুড়ো করে দেশভাগ করতে গিয়ে তুমি ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী" (বই এর নাম 'হস্তান্তর-'-লেখক বিখ্যাত সাংবাদিক শংকর ঘোষ) মুসলিম লিগের মত একটি ঘৃণিত দলের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে যদি আপনার সামান্যতম জ্ঞানগম্মি থাকতো তাহলে এই দলটিকে আপনি কি করে আবার পাদপ্রদীপের নিচে নিয়ে আসছেন তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যাদের জন্ম তারা আজ প্রবীণ নাগরিক, অনেকেই সেই সময়কার ভয়াবহ ঘটনাগুলির কথা জানে না, তাদের মধ্যে আপনিও একজন। আপনার এবং বর্তমান প্রজন্মের অবগতির জন্য মুসলিম লিগের কিছু কর্মকাণ্ডের নমুনা এখানে তুলে ধরছি। সময়টা হলো ১৯৪৬-এর মে, জুন থেকে ১৯৪৮-এর মে-জুন পর্যন্ত। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট দিনটিকে মুসলিম লিগ নেতা জিন্না চিহ্নিত করেছিলেন পাকিস্তান আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন হিসাবে। ৫-৮-৪৬ তারিখে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় শহিদ ছদ্মনামে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দি একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাতে লেখা হয়, 'হিংসা এবং রক্তপাত অন্যায় নয় যদি তা কোন মহৎ উদ্দেশ্যে করা হয়। মুসলমানদের কাছে আজ পাকিস্তান আদায় ছাড়া অন্য কোন প্রিয় কাজ নেই। Bloodshed and violence are not necessarily evil in themselves if resorted to for a noble cause. Among Muslims today no cause is dearer or nobler than Pakistan.

৫ই আগষ্ট ১৯৪৬ খাঁজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম ইনস্টিটিউটে মুসলিম ন্যাশানাল গার্ডদের এক সমাবেশে পবিত্র কোরাণ এবং ইসলামের নির্দেশ অনুসরণের আহ্বান জানান। ১১-৮-৪৬-এ আহ্বান জানানো হলো লিগের এটা পরম সৌভাগ্য যে এই রমজানের মাসেই সংগ্রাম শুরু হবে। কারণ এই রমজান মাসেই তো জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্। কলিকাতার মেয়র মঃ উসমান উর্দুতে একটা প্রচার পত্র বিলি করেন, যার ভাষা ছিল এরকম—আশা ছেড়োনা তরোয়াল তুলে নাও, ওহে কাফের তোমাদের ধ্বংসের দিন বেশি দূরে নয়। প্রচার পত্রটিতে ছাপা হয়েছিল তরবারি হাতে জিন্নার ছবি।

এছাড়াও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পূর্বে মুসলিম লিগ যে প্রচারপত্রটি বিলি করেন তা এখানে তুলে দেওয়া হলো—

১। ভারতের সকল মুসলমান পাকিস্তানের দাবীতে প্রাণ দেবে।

২। পাকিস্তান জয়ের পর সারা ভারত জয় করতে হবে।

৩। ভারতের সব মানুষকেই ইস্‌লামে ধর্মান্তরিত করতে হবে।

৪। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকেই বৃটিশ আমেরিকার পৃথিবী শোষণের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

৫। একজন মুসলমানকে পাঁচজন হিন্দুর অধিকার পেতে হবে অর্থাৎ একজন মুসলমান সমান পাঁচজন হিন্দু।

৬। যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত স্থাপিত না হয় ততদিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত কাজগুলি করে যেতে হবেঃ

ক) হিন্দুর যত কারখানা ও দোকান আছে তা ধ্বংস করতে হবে এবং লুঠ করতে হবে এবং লুঠের মাল লীগ অফিসে জমা দিতে হবে।

খ) মুসলিম লিগের সব সদস্যদের অস্ত্র বহন করতে হবে।

গ) সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান যারা লীগের সঙ্গে যুক্ত হবে না তাদেরকে গুপ্তভাবে হত্যা করতে হবে।

ঘ) হিন্দুদের ক্রমাগতভাবে খুন করে যেতে হবে এবং তাদের সংখ্যা কমাতে হবে।

ঙ) সমস্ত মন্দির ধ্বংস করতে হবে।

চ) ভারতের সমস্ত জিলা ও গ্রামে মুসলিম লিগের গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিতে হবে।

ছ) কংগ্রেস নেতাদের প্রতি মাসে একজন খুন করতে হবে।

জ) কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের অফিসগুলি গুপ্ত মুসলিম দলের এক একজনকে দিয়ে ধ্বংস করতে হবে।

ঝ) করাচী, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, গোয়া, বিশাখাপত্তনম্‌ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই অচল করে দিতে হবে।

ঞ) কোন মুসলমানকেই হিন্দুর অধীনে সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী সরকারি ও বেসরকারি কোথাও কাজ করতে দেওয়া হবে না।

ট) মুসলমানকে সমস্ত ভারত ও কংগ্রেস সরকারকে অন্তর্ঘাত করে যেতে হবে। মুসলমানদের দ্বারা শেষ ভারত আক্রমণ পর্যন্ত।

ঠ) এই ব্যাপারে অর্থ দেবে মুসলিম লিগ।

ড) সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, লাহোর এবং করাচির মুসলিম লিগের হাতে ভাগ করে দিতে হবে।

ঢ) মুসলিম লীগের সকল সদস্য সবসময় অস্ত্রবহন করবে এমনকি দরকার হলে পকেটে রাখার মতো ছোরা ব্যবহার করবে যাতে - ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়।

ণ) সমস্ত বাহন হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করবে।

ত) হিন্দু নারী ও মেয়েদের ধর্ষণ করবে, লুঠ করবে ও ইসলামে ধর্মান্তরিত করবে ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৬ সাল থেকে।

থ) হিন্দু সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

দ) সমস্ত লিগের সদস্যরা হিন্দুদের প্রতি সব সময় নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সব ব্যাপারে পরিত্যাগ করবে।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৬ সকাল থেকেই মুসলিম লিগ গুণ্ডারা কলিকাতা শহরে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, প্রথম তিনদিনে প্রায় ২০ হাজার লোক নিহত হলো। মানুষের মাংসে শকুন কুকুরেরও অরুচি ধরে ছিল। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দি নিজে কাড়িকাড়ি মানুষ মারার অস্ত্র নারকেলডাঙার মুসলমান বস্তিতে বিলি করেছিল। হিন্দু মেয়েদেরকে হাত-পা কেটে রাজাবাজারে গরুর মাংসের দোকানে লোহার হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল যার প্রত্যক্ষ দর্শক প্রাক্তন ডিজিপি শ্রী গোলকবিহারী মজুমদার এখনও বেঁচে আছেন। এই পত্র লেখক শ্রী মজুমদারের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ঐ দিন মুসলিম লিগের প্রধান ঘাঁটি ঢাকা শহরেও হিন্দু হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুট অগ্নি সংযোগ আরম্ভ হয়। ঢাকা শহরে সমস্ত হিন্দু নিহতদের মৃতদেহগুলি ট্রাক বোঝাই করে উলঙ্গ অবস্থায় হিন্দু প্রধান উয়ারীপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে উলঙ্গ মহিলাদের দেহ এবং মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন শিশুদের দেহও ছিল। এই পত্র লেখক ও তার সহকর্মীরা ট্রাক থেকে মৃতদেহগুলি নামিয়ে তার সৎকার করেছিল। ট্রাকের নীচে ত্রিপল পাতা থাকায় আমাদের পায়ের পাতা রক্তে ডুবে গিয়েছিল।

এরপর লিগ গুণ্ডারা নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার বিশাল অংশে হিন্দু নিধন আরম্ভ করলো তা আরম্ভ হয়ে ছিল ১০-১০-৪৬ লক্ষ্মীপূজার রাত থেকে। এই পত্র লেখক সেখানে স্বেচ্ছা সেবকের কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন হিন্দু মহিলাদেরকে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সিথিঁর সিদূঁর মুছে দিয়ে শাখা ভেঙে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে নিয়েছিল ও তাদের স্বামী ও পুত্র-কন্যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলে। ঐ হিন্দু সংহারের পর সরকার এডওয়ার্ড স্কিপার সিমসন নামে জনৈক প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে, একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তাতে বিচারপতি সিমসন লেখেন এক অঞ্চলে ৩০০-রও বেশি এবং অন্য এক অঞ্চলে ৪০০-রও বেশি নিরীহ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।

এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এক বৎসর চলার পর ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা এলো। ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ হিন্দু এবং শিখ নিধন আরম্ভ হলো, তার সাথে চলল নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। আপনি ইচ্ছা করলে ওয়াগা সীমান্তে রোরণবালা গ্রামে গিয়ে ১০ লক্ষ হিন্দু শিখের শহিদ স্মৃতিসৌধটি দেখে আসতে পারেন। ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্ধার করে আনা ৭৫ হাজার গর্ভবতী নারীকে উদ্ধার করে এনে দিল্লীর কারেলবাগে কাপুর হাসপাতালে গর্ভপাত করানো হয়েছিল। ৫০ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছিল মুসলিম লিগ গুণ্ডাদের ধর্ষণের ফলে। এই শিশুদেরকে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল। (Ref. The other side of Silence Voices from the Partition of India-Urvashi Butalia)

অতএব মমতা দিদি এই মুসলিম লিগ হলো আপনার নিকট সেকুলার আর বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। আপনি বলেছেন সিপিএম কে হটান, আমাদেরকে ভোট দিন। যত চান মসজিদ এবং মাদ্রাসা তৈরি করে দেব। কী পড়ানো হয় মাদ্রাসায়? কোরাণ হাদিস। তাতে কী লেখা আছে শুনুন—

সুরা (অধ্যায়) আয়াত (একটি পূর্ণ বাক্য)

১। নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম। সুরা ৩... আয়াত ১৯।

২। নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অবিশ্বাসীদের জন্য প্রতেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে থাকবে। যেখানে পাবে তাদের অবরোধ করবে। বধ করবে, বন্দী করবে। ৯...৫।

৩। (এই মুর্তিপূজক) কাফেরদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—যতদিন না কাফের ধ্বংস করে সারা পৃথিবীতে খোদাহী ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ২...১৯৩।

৪। আল্লাহ্ ও তার রসুলে (মহম্মদ) যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব। এদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর। এদের জন্য রয়েছে নরক যন্ত্রণা। ৮...১২...১৫।

৫। অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি—যাতে ওদের গায়ের চামড়া এবং উদরে যা আছে তা গলে যাবে। ওদের জন্য সেখানে থাকবে লৌহ মুদ্গর। যখনই ওরা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ওদের—বলা হবে "আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা'। ২২...১৯...২২

৬। আল্লাহ্ সত্যধর্মসহ মহম্মদকে প্রেরণ করেছেন অন্য সকল ধর্মের উপর এসে জয়যুক্ত করার জন্য। মহম্মদ সহচরগণ সত্য প্রত্যাখানকারীদের প্রতি কঠোর। ৪৮...২৮...২৯

৭। তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। ২১-২৯, ৯৮-৯৯।

৮। যারা আমার (কোরাণের) আয়াত অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব – যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। ৪...৫১

৯। হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, তোমাদের ওদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। ৯-১৪

১০। হে নবী। সত্য প্রত্যাখানকারী ও কপটাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। জাহান্নাম ওদের আশ্রয়স্থল। ৬৬-৯

১১। অভিযানে বের হয়ে পড়, লঘু রণসম্ভারে হোক অথবা গুরু রণসম্ভাবে হোক এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর। বস্তুত যে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। তার স্থান হবে জান্নাতে (স্বর্গে)। তাদের পরিবেশন করা হবে অফুরন্ত ভোগের সামগ্রী ও সুরা। অনন্ত যৌবনা, লজ্জানম্র, আয়ত লোচন, সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দরী তন্বীগণ হবে তাদের সঙ্গিনী। ৪-৭৪, ৯-৪১, ৪৭-৪, ৩৭...৪০-৫০।

১২। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামে ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা। ওদের গায়ে ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, খেতে দেওয়া হবে পুঁজ-রক্ত। ৩৮...৫৫-৫৭।

১৩। যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্ততিগণ সকলেই হবে নরকের ইন্ধন। ৩...১০

১৪। হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে (অন্য ধর্মকে) শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে না। ৯...২৩

১৫। হে নবী। বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ "কর" তোমাদের জন্য ১০০ জন ধৈর্যশীল থাকলে ১০০০ জন অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়ী হবে। ৮...৬৫

১৬। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা হবে যুদ্ধে অর্জিত বিপুল সম্পদের অধিকারী। ৪৮...২০

১৭। যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছো তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। ৮...৬৯

ঈদের নামাজের পরে ইমাম সাহেব মুসলমানদেরকে যে খুতবা পাঠ করান তার ভাষা—

"হে আল্লাহ্ ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদয়াতী ও মোসরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, যিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন... হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করুন ... হে আল্লাহ! আপনি তার পৃষ্ঠপোষক রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তারই তরবারি দ্বারা – বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন ... হে আল্লাহ! আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোসরেকদের" (দেখুন হরফ প্রকাশিত মুসলিম পঞ্জিকা বঙ্গাব্দ ১৪০৭, পৃঃ ১৬০)।

(১) এই অংশটুকু পড়ে অনেক পাঠকই আঁতকে উঠবে যে কোরানের এই বাণী খোলাখুলি লেখা অন্যায়। তাদের অবগতির জন্য জানাই যে গত ৩১-৭-১৯৮৬ দিল্লীর জনৈক মহামান্য বিচারপতি রায় দিয়েছেন যে, কোরানের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা কোন অপরাধ নয়।

(২) ১০-১-১৯৬৯ তারিখে দিল্লীর হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শ্রী সি. কে. চতুর্বেদী তার অনবদ্য রায়ে বলেছেন (বিখ্যাত লেখক শ্রী কিষেণ স্বরূপ গোয়েলের বিরুদ্ধে আনা এক মামলায়) যে কোরাণ খোলাখুলি বাজারে বিক্রি হয় তার বিশেষ আয়াতগুলি খোলাখুলি প্রচারিত হতে কোনও যুক্তি মতেই দোষের নয়।

শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি থাকা কালে আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সিপিএম-কে হটানোর জন্য সমস্ত বিরোধী দলকে নিয়ে জোট গঠন করুন। আপনি মুসলিম ভোটের লোভে বিজেপির সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট গঠন করলেন।

রমজান মাসে প্রায়ই দেখা যায় আপনি মুসলমান বিবি সেজে ইফতার পার্টিতে যোগ দেন। এবং চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় দিয়ে উদর পূরণ করেন। আপনি জানেন কি যারা রোজা রাখে তাদেরই একমাত্র অধিকার ইফ্তার খোলার, যারা রোজা না রেখে ইফ্তার

খোলে তাদেরকে ইসলাম মতে বলা হয় হারামখোর। মুনাফেক অর্থাৎ ভণ্ড। খাঁটি মুসলমানরা আপনার এই ভণ্ডামী দেখে মুচকি মুচকি হাসেন। আপনি যেভাবে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত মুখের সামনে নিয়ে আল্লাহতালার নিকট মোনাজাদ করেন তা দেখে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, আপনি কি ইসলাম কবুল করেছেন? সামনেই দুর্গাপূজা; আপনি পারবেন কি আপনার প্রাণের দোস্ত টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতী সাহেবকে কোন পূজামণ্ডপে গিয়ে ধুতি পাঞ্জাবী এবং নামাবলি গায়ে দিয়ে মা দুর্গার চরণে অঞ্জলি দিতে? যে ইমাম সাহেব তসলিমার হত্যাকারীকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, টিপু সুলতান মসজিদের সামনে ব্যানার ঝুলিয়েছে 'Kick out Taslima out of India' বলে।

নন্দীগ্রামের নারকীয় ঘটনার পর আপনি ২৪ দিন অনশন করে তার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন। সে সময় দেশের অনেক গণমান্য ব্যক্তি আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন 'সাম্প্রদায়িক' দল বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং। তিনি সদলবলে নন্দীগ্রাম যাওয়ার পথে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কলকাতা ফিরে এসে অনশন মঞ্চে আপনার সাথে দেখা করেন। (এই পত্রলেখকও ওই সময় রাজনাথ সিং-এর সহযাত্রী ছিলেন)। এরপর দিল্লী ফিরে গিয়ে আপনার সমর্থনে বিজেপি-র সাংসদরা পার্লামেন্টে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি করেছেন তা টিভি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের গোচরীভূত হয়েছে। এর একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গান্ধী শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা এবং আমেরিকার ৬৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্ক সদলবলে নন্দীগ্রাম ঘুরে এসে গত ৩০-১১-০৭ তারিখে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে গেছেন, "নন্দীগ্রামে যা ঘটেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।" তিনি আরও বলে গেছেন, "বিশ্বের সব জায়গায় নন্দীগ্রামের নাম তুলে ধরে প্রতিবাদ জানাবেন।"

মনে রাখবেন মমতাদিদি, বিজেপি-র জন্যই আপনি মাত্র ২৪ দিন অনশন করে প্রচারের পাদপ্রদীপের নীচে এসে পৌঁছেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে মণিপুরের সমাজ আন্দোলনের কর্মী আইকম শর্মিলা সেখানে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবীতে গত ১৩ বৎসর ধরে (২১-১১-২০০০ থেকে) টানা অনশন করার পরেও প্রচারের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব পাননি। তাকে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ইম্ফলের জওহরলাল সরকারি হাসপাতালের একটি ঘরকে জেলে পরিণত করে নাকে নল দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। বুদ্ধবাবু যদি আপনাকে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিজি হাসপাতালে বন্দী করে রেখে দিতেন তবে আপনার দলের কোন ক্ষমতাই ছিল না দেশব্যাপী বড় ধরণের কোনও আন্দোলন সংগঠিত করার। আপনার জ্ঞাতিভাই কংগ্রেস তখন দূর থেকে বগল বাজাতেন।

সারা ভারতে ৩ লক্ষ ইমাম ভারত সরকারের থেকে মাইনে পাচ্ছে। অথচ দুঃস্থ হিন্দু পুরোহিতদেরকে সামান্য মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। একই সাথে দ্য টেলিগ্রাম পত্রিকার একটি সংবাদ উল্লেখ করছি, 'Imamas Challenge' The Supreme Court will hear a petition next Monday filed by all India organization of Imamms over a contract violation of 1993 scale of pay over three lakhs of Imamms. আনন্দবাজার পত্রিকার ১৮-২-৯৯-এর এক সংবাদে প্রকাশ মমতা ব্যানার্জী

ইমামদের বেতন বৃদ্ধির দাবীও বাজপেয়ীর কাছে জানিয়েছেন। এই সাথে বর্তমান পত্রিকার ২০-৯-২০০৪-এর একটা সংবাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি – পুরোহিত মানিক গাঙ্গুলির তিন কন্যা একসাথে বিষ খেল। তার মধ্যে ময়না (২০) মৃত। দুইজন গুরুত্ব অসুস্থ অবস্থায় আরামবাগ মহকুমার হাসপাতালে। কারণ দরিদ্র পুরোহিত মেয়েদের বিবাহের পণের টাকা জোগাড় করতে পারেনি। পুরোহিতের বাড়ি বাঁকুড়ার কোতলপুরে। এই দুঃখজনক ঘটনায় আপনার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। শাহবানু মামলার পর আপনার জ্ঞাতি ভাই রাজীব গান্ধী আইন পাশ করেছেন – মুসলমান তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ভরণপোষণের দায় তার আত্মীয়রা না নিলে তা করবে ওয়াকফ বোর্ড এবং এই বোর্ডের টাকা যোগাবে ভারত সরকার। এই বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াকফ্, বোর্ড ভারত সরকারের কাছ থেকে ৩০০ কোটি টাকা আদায় করে নিয়েছে এবং প্রতি বছর বর্ধিত হারে টাকা আদায় করে নিচ্ছে। অথচ দুঃস্থ হিন্দু বিধবারা বৃন্দাবনে ভিক্ষা করে জীবনযাপন করছেন। এই ব্যাপারে আপনি চুপ করে আছেন কেন?

প্রতি বছর রমজানের মাসে দেখা যায় প্রায়ই আপনি মাথায় কালো হিজাব পরে হাঁটু গেড়ে নামাজ পরার ভঙ্গীতে দু'হাত মুখের সামনে স্থাপন করে মাওলানা মৌলবীদের মধ্যে বসে থাকেন এবং ইফতার খোলার সময় ভোজন করেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে অনেক হিন্দু বিধবা ভাদ্রমাসে অম্বুবাচির তিনদিন উপবাস করেন। ওই উপবাসের পর কোনও দুঃস্থ হিন্দু বিধবার বাড়িতে কিছু ফলমূল নিয়ে যেতে আপনাকে দেখা যায়নি।

কোথাও কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার হলে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তসলিমার ব্যাপারে আপনি একদম চুপ কেন? যে অমানবিকভাবে তসলিমাকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাতে আপনার চুপ থাকাটা কংগ্রেস ও আপনার চিরশত্রু সিপিএম এবং মৌলবাদী মুসলিমদেরকে খুশি করার জন্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। তসলিমা দেশ ছাড়ার পূর্বে একটা অত্যন্ত দামী কথা বলে গেছেন—ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার মাপকাঠি হল মৌলবাদী মুসলিমদেরকে যে যত বেশী তোষণ করতে পারবে তিনিই তত বড় সেকুলারিস্ট।

আপনি মন্দির ধ্বংসকারী হিন্দু হত্যাকারী টিপু সুলতানের নামে মেট্রো স্টেশন নামকরণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের নাম একবারও উচ্চারণ করেন না। তাঁর জন্মদিনে অথবা আত্মোৎসর্গের দিনে কখনও তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান না, কারণ তাহলে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে যাবেন।

মুসলমানদের উন্নতির জন্য আপনি এবং আপনার চিরশত্রু সিপিএম ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ধন, মন, তন উৎসর্গ করেছেন। একটা প্রতিযোগিতা চলছে কে কত বেশি মুসলিম তোষণ করতে পারেন? আপনারা কি জানেন একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই স্বামী পরিত্যক্তার সংখ্যা তিন লাখ, তালাক প্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা এক লাখেরও বেশি (আ.বা.প. ২০-১২-০৮)। এই তিন লাখ মহিলাকে তালাক না দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাচ্চাকাচ্চা সহ বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে স্বামীরা আবার বিয়ে করে নিয়েছেন। আপনারা কি জানেন তালাক তালাক তালাক বলে মহিলাদের বিতাড়িত করা হচ্ছে? এমন কি টেলিফোন, পত্র দ্বারা, এস.এম.এস.-র মাধ্যমেও তালাক দেওয়া যায়। সেই তালাক প্রাপ্তা মহিলা যদি পূর্বতন স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায় তবে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। রাতে তার সাথে এক বিছানায় শুতে হবে এবং দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তারপর নূতন স্বামী তালাক দিলে তিনি আবার পূর্বতন স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হচ্ছেন না কেন? জন্ম নিয়ন্ত্রণের বাপারে কেন মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করছেন না। প্রতি পরিবারে ৭/৮টা করে সন্তান, কি করে তাদের অভাব ঘুচবে? তাই অভাবের তাড়নায় এবং শিক্ষার অভাবে দেশে চোর ডাকাত তোলাবাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। তালাক, বহুবিবাহ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তারা কোরাণ হাদিসের দোহাই দেবে আর অন্য ব্যাপারে ভারতের অভিন্ন দেওয়ানী বিধি মেনে চলবে তা অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে পারে না। আজ তাদেরকে বলার দিন এসেছে, হয় অভিন্ন দেওয়ানী বিধি মেনে নিক না হয় পুরো শরিয়তি ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। যথা ইসলাম ধর্মে সুদ খাওয়া হারাম। তাহলে কোন মুসলমান ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে টাকা রেখে সুদ খেতে পারবে না, ফটো তোলা ইসলাম ধর্মে হারাম। যে ঘরে ফোটো থাকে সেখানে ফেরেস্তা (দেবদূত) আসে না। তাহলে তো মুসলমানদের ভোটার আই কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড করা উচিত নয় কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে ফটো বাধ্যতামূলক। কোন মুসলমান চুরি করলে তার হাত কেটে নিতে হবে, মুসলমান মহিলা ধর্ষিতা হলে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে জোগাড় করতে হবে। না পারলে পর পুরুষের সাথে ব্যাভিচারের অভিযোগে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরা ফেলা হবে। এইসব প্রথা যদি তারা বর্জন না করে তা হলে ১০০ শতাংশ চাকুরিতে সংরক্ষণ দিলেও তাদের কোন উন্নতি হবে না।

রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কা কাণ্ড নিয়ে আপনার তৎপরতা নিয়ে কিছু বলাই বাহুল্য। ঠিক ঐ সময় মুর্শিদাবাদে শৈলেন্দ্র প্রসাদ (৩২) নাকে জনৈক হিন্দু মনেরা খাতুন (২৫) কে বিয়ে করার অপরাধে মুসলমানদের হাতে জবাই হন, বারাসাতের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় রেহেনা সুলতানাকে বিয়ে করার অপরাধে মুসলমানেরা অর্কের গায়ে এক জ্যারিকেন কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। বোলপুরের চায়না বিবির সাথে প্রেম ছিল কেশব মাহাতোর। সেই অপরাধে কেশব মাহাতো খুন হন চায়না বিবির আত্মীয়দের হাতে। শান্তিপুরের চঞ্চল সাধুখাঁ ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন লিয়াকৎ আলী সেখের কন্যাকে। সেই অপরাধে লিয়াকৎ তার দলবল নিয়ে চঞ্চলের বাড়ি ভাঙচুর চালায় এবং পিস্তল দিয়ে গুলি করে চঞ্চলের পিতা রাধানাথ সাধুখাঁকে হত্যা করেন। এই ঘটনাগুলিতে আপনার এবং দেশের মানবাধিকার কর্মী বুদ্ধিজীবিদের কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সকলেই মুখে কুলুপ এঁটে চোখে ঠুলি পরে বসে আছেন। তাহলে কি আমরা ধরে নেব প্রসাদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহাতো, সাধুখাঁ এরা কেউ 'মানব' নয় আপনাদের কাছে মানব হলো রহমান, সেখ, ইসলাম মোল্লা ইত্যাদি। আপনি রিজওয়ানুরের মায়ের চোখের জল আপনার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিয়েছেন। খুবই ভালো কথা। কিন্তু শৈলেন্দ্র প্রসাদ, অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব মাহাতো এবং চঞ্চল সাধুখাঁর মায়ের চোখের জল তো মোছানোর জন্য একবারও যাননি।

আপনি উর্দু ভাষা উন্ন্যনের জন্য পার্লামেন্টে সরব হন, উর্দু শায়রী আওড়ান, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা উন্নয়নের জন্য একটি বাক্য উচ্চারণ করেন না কেন? যে সংস্কৃত ভাষা সকল ভারতীয় ভাষার মাতৃস্বরূপ।

মাদ্রাসাগুলি উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন, টোলগুলির উন্নয়নের কথা বলেন না কেন? এই তো গত ২২-৯-১০ রাজারহাটের পির সাহেব আলহজ মৌলানা মাহসুদ বখ্‌ত বখতিয়ারি এন্তেকাল (মৃত্যু) করার পর সদলবলে গিয়ে পির সাহেবের মাদ্রাসার উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আচ্ছা জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বৈরাচারী ইন্দিরার বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করার জন্য কলিকাতায় আসেন, তখন জনৈকা যুবতী তার গাড়ির বনেটের উপর উঠে নৃত্য করেছিলেন তাকে কি আপনি চেনেন?

আপনি যদি কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কিছুদিন কোরাণ হাদিস পাঠ করেন তবে দেশের অনেক উপকার হবে বলে মনে করি।

তৃণমূলিরা সমগ্র কলকাতা শহর আপনার ছবি সহ হোর্ডিং হোর্ডিং-এ ছয়লাপ করে দিয়েছে 'মমতা সততার প্রতীক'। সম্প্রতি আপনার এক অধস্তন পুলিশ অফিসার সেই হোর্ডিংয়ের উপর একটি মারাত্মক শক্তিশালী বোমা ছুঁড়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অসৎ ও মিথ্যাবাদী। ঘুষ নেওয়া, জাল ডক্টরেট ডিগ্রি ব্যবহার করা ইত্যাদি। ইতিপূর্বে আপনার দলের প্রাক্তন এম এল এ দীপক কুমার ঘোষ 'আই এ এস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি' নামে একটি বিস্ফোরক বই লিখেছেন। এই ব্যাপারে আপনার নিস্তবদ্ধতা সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। অতএব আপনার উচিত আপনার বিরুদ্ধে ওঠা প্রত্যেকটি অভিযোগের উত্তর দিয়ে তার সততার প্রমাণ দিয়ে জনমানসে যে প্রতিকুলতার সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত করা।

আপনার অন্ধ সমর্থক কিছু বাংলা সংবাদপত্র অনবরত রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে সিপিএম-এর সুবিধা করে দেওয়ার জন্য বিজেপি সিপিএম-এর সাথে গোপন আঁতাত করেছে এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়ে সিপিএম-এর সুবিধা করে দেবে। এই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল। এর আগের লোকসভায় ১৮২টি প্রতিনিধি ছিল। বর্তমান লোকসভায় ১১৬টি প্রতিনিধি আছে। বিজেপি তার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য লড়বে সিপিএম-এর সুবিধা করার জন্য নয়। সিপিএম বিজেপিকে এক নম্বর শত্রু মনে করে কোথাও একটি পোস্টার টাঙাতে দেয় না। বিজেপি কর্মীকে গাছের সঙ্গে তার দিয়ে বেঁধে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারে। বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা সগর্বে ঘোষণা করে, "আমরা কম্যুনিষ্ট বিরোধী"। পক্ষান্তরে, আপনি যে রাজনৈতিক দলের বংশলতিকা সেই দলের সাথে কম্যুনিষ্টদের প্রেম ভালবাসার কথা কে না জানে। এই কিছুদিন আগেও কম্যুনিষ্টদের সমর্থন নিয়ে সরকার চালিয়েছে, জহরলাল কে তো লোকে হাফ্ কম্যুনিষ্ট বলতো, আপনার গুরুমা ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে পড়াশুনায় বিশেষ সুবিধা না করতে পারায় জহরলাল তাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন লেখাপড়ার জন্য। (সেখানেও লেখাপড়া বিশেষ হয়নি) সেই সময় লণ্ডনে বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য রজনীপাম দত্তের খপ্পরে পড়ে কিছু ভারতীয় ছাত্র (বিশেষ করে বাঙালি) বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন এবং দেশে ফিরে এসে দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হন। (অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করা, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করা, নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলে গাল দেওয়া ইত্যাদি) সেই কম্যুনিষ্টদের সাথে ইন্দিরার ভাব ভালোবাসার কথা বর্তমান প্রজন্ম না জানলেও এখনও

সামান্য কিছু লোক বেঁচে আছেন যাদের মধ্যে এই পত্রলেখক একজন। এই কম্যুনিষ্টরা স্বৈরাচারী ইন্দিরার জরুরী অবস্থার সমর্থক ছিলেন এবং জরুরী অবস্থার সমর্থনে তথা জয়প্রকাশের বিরোধিতা করে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে হলে যে জনসভা করেন তার প্রচার পত্র আমার সংগ্রহশালায় আছে। তার ভাষা এবং নামের তালিকা প্রকাশ করলে অনেকেরই মুখ লুকোবার জন্য গর্ত খুঁজে পাবে না। তারা সব এখন আপনার দলে ভিড়েছেন।

শুনুন দিদি, আপনার অন্ধ কিছু সমর্থক প্রারম্ভিক বিজেপি নেতাদের সম্বন্ধে এমন সব শব্দ ব্যবহার করছে যা পড়ে বিজেপি কর্মীরা আরও হোস্টাইল হয়ে আসন্ন লোকসভা • নির্বাচনে প্রত্যেকটা ইঞ্চি জমির জন্য লড়বে। কারণ তারা বুঝতে পারছে আপনি ক্ষমতায় থাকলে মুসলমানদের তোল্লাবাজিতে তাদের আবার দেশছাড়া হতে হবে। তার প্রকৃত উদাহরণ গত ৬ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এর দেগঙ্গার ঘটনা। আপনার দলের এমপি হাজি নুরুল ইসলামের তাণ্ডব যার ফলে ৫০০ হিন্দু বাড়ি, দোকানপাট লুট এবং অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। অসংখ্য হিন্দু ঘরছাড়া হয়েছে। বহু মন্দির ধ্বংস হয়েছে, দুটি কালীমূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে, মন্দিরে মূর্তিতে পেচ্ছাপ করা হয়েছে যার জন্য সেনাবাহিনী নামাতে হয়েছে। আমার কাছে খবর আছে সেনারা শুধু পাকা রাস্তা দিয়ে টহল দিয়েছে কিন্তু রাত্রে সুদূর গ্রামের ভেতর গিয়ে মহিলাদের সম্মানহানি করা হয়েছে। আপনার দলের মন্ত্রী নেতাদেরকে গ্রামের মহিলারা জুতো প্রদর্শন কেন করেছে একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন। দেগঙ্গার সিডি দেখে মনে হয় হাজি নুরুল ইসলামের উপর ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন্ ডে-র নায়ক সুরাবর্দ্দি, নাজিমুদ্দি, মঃ ওসমান এবং নোয়াখালির দাঙ্গার নায়ক গোলাম সারোয়ারের আত্মা ভর করেছে। দেগঙ্গায় যে অঞ্চলে গণ্ডগোল হয়েছে সেটা কাকলী ঘোষদস্তিদারের এরিয়া। তাহলে হাজি নুরুল ইসলাম ওখানে এলেন কেন? ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন্ ডে-র মহড়া দিতে?

আপনার অবগতির জন্য জানাই যে এই পত্রলেখক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ (President Human Right Congress for Bangladesh Minorities, Country represent active Global Human Rights Defence সেই সংস্থার Head Office Netherlands)-কে সঙ্গে নিয়ে দেগঙ্গা উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরে এসে যে চিত্র দেখেছি তাতে আমাকে ৬৮ বৎসরের আগের ঢাকা শহর এবং নোয়াখালির কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমরা সমস্ত অত্যাচারিত হিন্দুদের সাথে কথা বলেছি, প্রায় ১০০ খানা ফটো তুলে এনেছি। তার মধ্যে মুসলমানদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুটো কালী মন্দিরের ফটোও আছে। স্থানীয় মানুষরা আমাদেরকে বলেছে মুসলমানরা মূর্তির গায়ে প্রস্রাব করে তারপর সেগুলো ভেঙেছে। কালিয়াবিলে তাঁরামা-এর যে মূর্তিটি টুকরো টুকরো করে ভেঙেছে তার ফটো যাতে কেউ তুলতে না পারে রাতের অন্ধকারে ১টার সময় পুলিশ বলপূর্বক তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সেবাইত শ্রী গৌর বিশ্বাস বাধা দিলে তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ীতে **পুলিশদের পায়ের নীচে ভাঙা মুর্তি রেখে নিয়ে অজ্ঞাতবিলে ফেলে দেওয়া হয়**। সেখানে এখন তাঁরামায়ের একটা ফটো পূজো করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা যদি মুসলমানদের মসজিদের একটা ইঁট স্পর্শ করত তবে তারা রক্তগঙ্গা

বইয়ে দিত। তখন আপনি এবং আপনার দোসরদের এবং সমস্ত সেক্যুলারবাদী রাজনৈতিক দলদের চিৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হতো। এখানে একটা ঘটনার মাত্র উল্লেখ করছি। আপনারই দলের সদস্যা শ্রীমতি কবিতা বৈদ্য-র বাড়িতে রঙ্গলাল বৈদ্য, রাতুল বৈদ্য এবং প্রসন্ন মণ্ডল মোট ৪ জনের গায়ে পেট্রল ঢেলে তাদেরকে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। অনেক কাকুতি মিনতির পর হাতে পায়ে ধরে তারা নিস্তার পায়। নিকটবর্তী পেট্রল পাম্প থেকে জ্যারিকেনের পর জ্যারিকেন পেট্রল সরবরাহ করা হয়, হিন্দুর বাড়ি পোড়ানোর জন্য। হিন্দুদের প্রত্যেকের এফ.ই.আর.-এর কপি এবং ক্ষতির পরিমাণের তালিকা আমরা সংগ্রহ করে এনেছি। প্রত্যেকেরই ভোটার আই কার্ড, ব্যাঙ্কের বই, পোস্ট অফিসের এম.আই.এস. বই, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জমির দলিলপত্র, জীবন বীমার পলিসি, দোকানের হিসাবপত্র যথা কার কাছে কত পাওনা সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত টাকা হিসাব করলে কয়েক শো কোটি টাকার মাল লুট হয়েছে। রান্নার আসবাবপত্র, গ্যাস ওভেন, সিলিণ্ডার লুট করে নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা আমাকে একটা Truck Number দিয়েছে WB-25B-8229 যার ড্রাইভার সফিক। তাছাড়া অসংখ্য হাতে টানা ভ্যান, ম্যাটাডোর ভ্যান লুটের মাল বহন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখন হিন্দুদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যদি এই ব্যাপারে একটা মুসলমান গ্রেপ্তার হয় বা সাজা পায় তবে সমস্ত হিন্দুদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করা হবে। ক্ষত্রিগ্রস্তরা লুটেরাদের নামধাম জানে কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। যাদের সঙ্গতি আছে তারা বাড়ির যুবতী কন্যা এবং বৌদেরকে অন্যত্র সরিয়ে দিচ্ছে কারণ এখানে ৩০ শতাংশ হিন্দু এবং ৭০ শতাংশ মুসলমান। কোথায় চিলে কান নিয়ে গেছে সংবাদ পেলে আপনি ছুটে যান, তাহলে দেগঙ্গা গেলেন না কেন? সমস্ত জায়গায় আপনার চেলাচামুণ্ডারা গেলে ফুলের মালা পায়, দেগঙ্গায় কেন মহিলারা জুতো এবং ঝাঁটা দেখিয়েছে আপনার মুকুল রায় এবং দীনেশ ত্রিবেদীকে? এখন কেন আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজে গিয়ে একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন কিভাবে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়েছে। এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সমস্ত অপারেশনটা হয়েছে আপনার এমপি হাজী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে। যেখানে হাইকোর্টের আদেশ আছে মসজিদে মাইক লাগানো যাবে না। ভোটের আগে নুরুল ইসলাম মুসলমানদেরকে বলেছে, তোমরা আমাকে ভোট দাও জিতলে, মসজিদে মাইক লাগিয়ে দেব। জিতে তিনি তাই করেছেন। লুটেরারা যখন লুটপাট এবং আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল তখন হাজী নুরুল ইসলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছিল। হাজী সাহেব লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তিনি তখন পঞ্চায়েত অফিসে বসেছিলেন। ৪/৫ ঘণ্টা ধরে বেলেঘাটা ব্রিজ মার্কেটে ৬০টা হিন্দুর দোকান পোড়ানো হলো, নারীর সম্ভ্রমহানি হলো তখন বুদ্ধবাবুর পুলিশ চুপ করে বসেছিল কারণ মুসলমানদের ঐ কাজে বাধা দিলে ভোট হারাবার ভয় আছে।

আপনার অন্ধ সমর্থক একটি সংবাদপত্রের জনৈক রিপোর্টার অনবরত মিথ্যা কথা লিখে লোককে বিভ্রান্ত করছে। কেন করেছে তাও আমি জানি। তিনি এক মুসলমানীকে বিবাহ করে হিন্দুবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং সমস্ত ঘটনার দায় হিন্দু সংহতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি-র উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ঐ অঞ্চলে তো ঐ সংস্থাগুলোর কোন সংগঠন নেই। যেখানে আপনার দলের এমপি। ঐ পত্রিকাটির প্রতি একটু শ্রদ্ধা ছিল এখন

ঘৃণায় ঐ পত্রিকা পড়তে ইচ্ছে করে না। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি এবং টিভি তিনদিন ধরে হিন্দু নিধন হলো কোন সংবাদই পরিবেশন করলো না কারণটা আমরা জানি এদের সব টিকি বাঁধা আছে পেট্রো ডলারের কাছে।

গত ২৪-৯-১০ বেলা ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত আমি এবং শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ মানবধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন মহামান্য বিচারপতি নারায়ণ চন্দ্র শীল সাহেবের সাথে ভবানী ভবনে গিয়ে তাহার অফিসে দেখা করি এবং সমস্ত ফটোগুলি দেখাই এবং সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত জানাই। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমাদের বক্তব্য শোনেন। ঐ সময় তাহার চেম্বারে আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত মহামান্য জেলা জজ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। এরপর ভবানী ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ সৈয়দ এস.জেড. আদনন সাহেবের সঙ্গে দেখা করি এবং তাহাকে দুই অ্যালবাম ফটো প্রায় ৭০ খানা পোড়া বাড়ির ফটো ইত্যাদি দেখাই এবং একবার অনুগ্রহ করে দেগঙ্গা যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনিও অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা শোনেন। তারসাথেও আমাদের কথোপকথন হয় একঘণ্টা ৩-১০ মিনিট থেকে ৪-১০ মিনিট পর্যন্ত। এখানে উল্লেখ্য যে আমি এবং রবীন্দ্র ঘোষ দেগঙ্গা থানায় গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৈয়দ ম-ম্মদ হোসেন মির্জার সঙ্গে দেখা করি এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাই। তিনি বলে' ফোনে এসপি-র সাথে কথা বলতে। এসপি-র অফিসে ফোনে যোগাযোগ করা হলে বলা হয় যা বলার ডিএম বলবেন। আমরা রণেভঙ্গে দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলাম। কথা প্রস মির্জা সাহেব বলেন, আমরা আপনাদেরকে কোনো প্রোটেকশন দিতে পারবো না, আপনারা নিজের রিস্কে উপদ্রুত এলাকায় যাবেন। আমরা কিন্তু তার কাছে কোন প্রোটেকশন চাইনি। মানবাধিকার এবং সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবনে বহু ঝুঁকি নিয়েছি। মুসলমানদের রক্ত ক্ষু অগ্রাহ্য করে ফটো তুলেছি এবং দুর্গতদের বিবৃতি রেকর্ড করেছি। রবীন্দ্র ঘোষ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবাধিকার কর্মী। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে তিনি না গিয়েছেন, যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এই আচরণে বিস্মিত।

এই প্রসঙ্গে আমি বলব, বাংলাদেশে পুলিশ অনেক প্রগতিশীল। ২০০৯ সালের ১৪ই এপ্রিল ঢাকায় গিয়ে সেখানকার এক হিন্দু নারী ধর্ষণ এবং একটি শিশুকে হত্যার তদন্ত করতে ঢাকা জেলার এসপি-র সাহায্য চাওয়া মাত্র তিনি ধমরাই থানায় ফোন করে বলে দিলেন আমাদেরকে সবরকম সাহায্য করার জন্য। আমরা থানায় গিয়ে রিপোর্ট করার পর একজন এস.আই. এবং ৩ জন কনস্টেবল দিয়ে থানার গাড়ি দিয়ে প্রায় ১৫/১৬ কিলোমিটার দূরে সুয়াপুর গ্রামে পাঠিয়ে দেন। আমরা অনুসন্ধান করে ফিরে আসি। বাংলাদেশ পুলিশ আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি সেখানকার সংখ্যালঘুদের উপর অন্যায় অত্যাচার উচ্ছেদ, ধর্ষণ, হত্যার সংবাদগুলি নিরপেক্ষভাবে ছাপে (আমার নিকট অসংখ্য কাটিং আছে) কিন্তু এখানকার সংবাদপত্রগুলি শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর সামান্য অবিচার হলে তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পরিবেশন করে। কিন্তু হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার হলে সেই সংবাদ একদম ছাপে না।

এখানে আর একটা জিনিস দেখবার জন্য অপেক্ষা করে হতাশ হয়েছি। দেগঙ্গার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে, সমস্ত লুটের মাল উদ্ধার করে মালিকদেরকে ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নি। এবং দাঙ্গাকারী ও লুটেরাদেরকে গ্রেপ্তার করে বিচারের ব্যবস্থা করেন নি। এবং আপনার দলের এমপি হাজী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে যে ৪ দিন ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলেছে তার ন্যায়বিচার করেন নি।

এরমধ্যে অনেক সংস্থা দেগঙ্গা গিয়ে অনুসন্ধান করছে এবং তাদের রিপোর্ট তৈরি করছে। CAAMB (Campaign Agencies Atrocities on Minorities of Bangladesh) নামে একটি সংস্থা তাদের রিপোর্টের শেষে লিখেছেন—Human Right Professionals or the socalled Change makers will remain silent. But we must ALL STAND UP, Lest DEGANGA becomes THE FUTURE OF WEST BENGAL.

আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেক প্রাক্তন আমলা, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, গায়ক আপনার পেছনে ঘুর ঘুর করছে এদের অনেকেই এতদিন সিপিএম-এর সেবাদাসগিরি করে এখন ক্ষমতার মধু খাবার লোভে আপনার আঁচলের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি নিয়েছে। (তার পুরো লিস্ট যথা নাম, প্লট নং, জমির পরিমাপ, সরকারি অর্ডার নং আমার সংগ্রহশালায় আছে; এক কপি আপনাকে পাঠিয়ে ছিলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে আপনি আমাকে ফোন করে কথাও বলেছেন) সেই জমি নিতে হলে একটা এফিডেভিট করে দিতে হয় যে কলিকাতাতে তাদের নামে কোন বাড়ি বা জমি নেই। অথচ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে অনেকের নামেই বাড়ি, জমি রয়েছে, তারা মিথ্যা এফিডেভিট দিয়েছে। সেই অপরাধে অনেককেই জেলে যেতে হতে পারে, (নাও হতে পারে কারণ এ দেশে সবই সম্ভব)। কারণ মহামান্য বিচারপতিদের হাত অনেক লম্বা, মহামান্য বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা'র নাম মনে আছে কি? যিনি স্বৈরাচারী ইন্দিরার নির্বাচন বাতিল করে দিয়ে তাকে জেলে পুরে দিয়েছিলেন। যে দুর্দান্ত প্রতাপশালিনী ইন্দিরা জরুরী অবস্থা জারি করে অটলবিহারী বাজপেয়ী-এর মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাকে জেলে পুরে ধুতি পাঞ্জাবি খুলে কয়েদিদের জন্য বরাদ্দ নীল ডোরাকাটা পাজামা এবং ফতুয়া পরতে বাধ্য করেছিলেন। গোয়ালিয়রের রাজমাতা বিজয়ারাজ সিন্ধিয়াকে জেলে পুরে মাটিতে শুতে এবং লপসী খেতে বাধ্য করেছিলেন, বরুণ সেনগুপ্ত, খুশবন্ত সিং প্রভৃতি তাবড় তাবড় সাংবাদিকদের জেলে পুরে রেখেছিলেন।

আপনার দলে যেভাবে বেনোজল ঢুকছে, তাতে ক্ষমতায় এসে কতদিন টিকে থাকতে পারবেন আমার সন্দেহ। ক্ষমতা দখল করা সহজ কিন্তু টিকে থাকা তার থেকে সহস্র গুণ কঠিন। এখনই আপনার পুরানো কর্মীরা বেনোজলের তলায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। আপনার অপরিণামদর্শিতার জন্য যদি আবার সিপিএম-এর মতো জগদ্দল পাথর পশ্চিমবঙ্গের বুকে চেপে বসে তবে এবার তাদেরকে ৬৪ বৎসরেও অপসারণ করা যাবে না। কারণ কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেশ শাসন করবে তখন আপনার অবস্থা হবে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মত। আপনি আমাকে শত্রু মনে করবেন না। অনেক

কথা লিখে ফেললাম। সবকথ্য আপনার মনঃপুত নাও হতে পারে তবুও রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা দরকার আছে। আরো অনেক কথা লেখার ছিল তা লেখা গেল না। যদি আপনি দয়া করে কোন দিন আধ ঘন্টার জন্য একটা সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করে সময়, তারিখ, এবং স্থান জানান তবে বাধিত হব।

এই সাথে আপনাকে সামান্য কয়েকটা বই পড়ার অনুরোধ করবো—

1. The other side of silent voices from the partition of India by Urvashi Butalia, Penguin Book.
2. Islamic Havoc in Indian History - P.N. Oak, Publisher A. Ghosh, Houston, USA.
3. My people Uprooted - Tathagata Ray.
4. কোরাণ শরিফ ও হাদিস শরিফ।
5. ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার - নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকা, প্রকাশিকা সুলতানা বিনতে লায়লা আঞ্জুমান আরা বানু, মিরপুর, ঢাকা।
6. কেন উদ্বাস্তু হতে হল - দেবজ্যোতি রায়, যোগাযোগ - ৯৮৩০৯-৯৬৫৬৬।
7. চিত্রে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ - প্রকাশ বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার।
8. Muslim League Attack on Sikhas and Hindus in Punjab in 1947, Ram Swarup.
9. Rape of Rawalpindi - Probodh Chandra.
10. Abduction of Women during Partition, by Ritu Memon and Kamala Vasin.
11. Cruel Intercourse, by Balabant Singh Anand.
12. Inside Madrasa, by Salauddin Shoaib Choudhury, Blitz Publications, Dhaka.

- **সকল প্রকার আইনি সমাধান কলিকাতা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।**

বিনীত

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

লেখক ও প্রকাশক

প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার, সমাজসেবী, মানবাধিকার কর্মী এবং

দিল্লী থেকে প্রকাশিত অভয় ভারত পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা

যোগাযোগঃ (033) 2321-7144 (8 pm to 11 pm) / Mob: 9433047144

প্রাপ্তিস্থানঃ	প্রথম প্রকাশ	-	০২-১০-২০১০
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র	দ্বিতীয় প্রকাশ	-	২৫-১০-২০১০
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট	তৃতীয় প্রকাশ	-	১৫-১১-২০১০
কলকাতা ৭০০০৭৩	চতুর্থ প্রকাশ	-	০৫-১২-২০১০
	পঞ্চম প্রকাশ	-	২৫-০২-২০১১
	ষষ্ঠ প্রকাশ	-	২৫-১১-২০১২
সহায়তা মূল্যঃ ৫ টাকা মাত্র	সপ্তম প্রকাশ	-	১০-০৭-২০১৩